97

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ২ ...

ছাত্র লীগের রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণ

শামীমকে ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ করে আওরঙ্গ-লিয়াকতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ মুজিববাদী ছাত্র লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল আবার চরম আকার ধারণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের সাম্প্রতিক উত্থানের মূল নায়ক, ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় নেতা শামীম আহমদকে ক্যাম্পাসে আসতে নিষেধ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডে অবাঞ্ছিত ঘোষিত আওরঙ্গ-লিয়াকত বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। গতকাল

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ছাত্র লীগের রাজনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকালে এ ঘটনা ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বাহাউদ্দীন নাসিমের সাথে শামীম আহমদের যোগাযোগ আছে জানতে পারার পরপরই বিক্ষুব্ধ আওরঙ্গ-লিয়াকত ক্যাম্পাস থেকে শামীমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর অফিস, বাসভবন ও অনুষ্ঠানে আওরঙ্গ-লিয়াকতকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে নাসিমের ভূমিকা ছিল প্রধান। আওয়ামী যুব লীগ নেতা হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গ ও লিয়াকত হোসেন গতকাল সকালে শামীম আহমদকে ফোন করে ক্যাম্পাসে যেতে নিষেধ করে দেয়। তারা সকালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে যায় এবং ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীদের বলে দেয় যে, শামীম এখন থেকে আর ক্যাম্পাসে আসতে পারবে না। তারা শামীমের পরিবর্তে রতন, তমি, বাবুল ও নান্নুকে ক্যাম্পাসের নেতা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাদের নেতৃত্ব মানতে নির্দেশ দেয়। এদের মধ্যে ৩ জনই অছাত্র বলে জানা গেছে। আওরঙ্গ-লিয়াকতের নির্দেশের পরপরই ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একই সময়ে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত অস্ত্রধারীকে হলগুলোতে জড়ো করা হয়। দিনভর তারা হলগুলোতে সশস্ত্র অবস্থায় সতর্ক অবস্থান নেয়। ফলে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তবে নতুন পরিবর্তন ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে এসএম হল ও জগন্নাথ হল এবং ক্ষমতায় আসার পর জহুরুল হক, এফ রহমান, মুহসীন ও সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পেছনে শামীম আহমদ প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিগত সরকারের আমলে শামীম চারবার কারারুদ্ধ হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাম্পাসে তার অবস্থান একচ্ছত্র হয়ে উঠলে অন্তরঙ্গ লিয়াকত বাহিনী তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত হবার প্রায় এক বছর পর আওরঙ্গ-লিয়াকতরা গতকাল আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা ছাত্রলীগের রাজনীতিতে তাদের প্রকাশ্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো। তবে এ নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে কি-না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এর কারণ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য হবে কি-না সে প্রশ্ন। এদিকে, শামীম আহমদকে সরিয়ে দিয়ে নতুন নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর গতকাল মুহসীন হল থেকে সরোজ ও বাবু নামে ২ জনকে মারধর করে বের করে দেয়া হয়েছে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে। মিজান নামে একজনকে নীলক্ষেত থেকে এনে মুহসীন হলে মারধর করা হয়। পরে অস্ত্রসহ তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করে থানায় নেয়া হয়। অপরদিকে, কিছুদিন আগে মুহসীন হল থেকে বিতাড়িত ৪ জন গতকাল আবার হলে উঠেছে। শামীম আহমদের ব্যবহৃত গাড়ি (৪০০/ষ) এবং মোবাইল ফোন (০১৭-৫২৭৭৮৭) গতকালই নতুন নেতৃত্বের হস্তগত হয়েছে। ইকবাল হোসেন অপু, আনোয়ার হোসেন, শাহাদাত হোসেন, আবদুল ওয়াদুদ খোকন, মোশাররফ হোসেন রাজা, কালো সেন্টু প্রমুখ। নতুন নেতৃত্বকে তত্ত্বাবধান করছে শামীম ও অপুসহ কয়েক মাস একত্রে রাজনীতি করছে। অপু আগে বহুজাতিক গ্রুপে ছিল। এদিকে, ছাত্রলীগের একটি অংশ শামীমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছে। কেউ বলছে, ছাত্রলীগের আসন্ন সম্মেলনে নতুন নেতৃত্বের প্রশ্নটিও গুরুত্ব পেয়েছে। তবে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীমকে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে গতরাতে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি। তবে বিভিন্ন সূত্র বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতি এখন ইস্কাটনের হেলেন সেন্টার থেকে পরাপুরি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। নতুন নেতৃত্ব সেখানে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে।

এদিকে, ছাত্রলীগের আন্তঃকোন্দলে সংঘটিত এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটছে এবং ভয়াবহ ঘটনার আশংকা করা হচ্ছে।